Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২্ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২্ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১০ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 24th May. 1961 { ২য় সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Sarvr 7

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও পড়বে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রন্ধনে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিপুণতা আনবে।

প্রস্তুতকারক:

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. M. 15. 58

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

যাও! দেনাদারের বুদ্ধি নেব না!

—•—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভারতের প্রধান মন্ত্রী। স্বাধীনতা আমদানীর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এই গদী পাইয়াছেন। তাঁর এই রাজ-পদ আজ পর্য্যন্ত অটুট আছে। স্বাধীন ভারতের সঙ্গে একই সময়ে স্বাধীন পাকীস্থান মানুষের যমজ সন্তানের তুল্য স্বাধীনতায় যমজ সন্তানের মত আবির্ভূত হইলেও পাকীস্থানের প্রধান মন্ত্রীর পদ একই ব্যক্তি ভোগ করিতে পায় নাই। পাকীস্থানে কত মন্ত্রী হলো, কত মন্ত্রী গেল। খুনও হইয়াছে, দূরীভূতও হইয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলালজীর এই নিরাপদ স্থায়িত্ব জহরলালের গুণ না ভারতে গুণ তাহা সুবিচারক ব্যক্তি বলিতে পারে।

বৃন্দাবনে যখন শ্রীকৃষ্ণ "রাধা রাধা" ধ্বনি করিয়া বাঁশী বাজাইতেন সেই বাঁশীর স্বরে যমুনা উজান বহিত ধেনুগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিত, গোপিগণ চঞ্চল হইয়া উঠিত। এই যে বংশী-ধ্বনিতে এত কাণ্ড হইত সেটা "রাধা" নামের গুণ না শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর গুণ—এই লইয়া লোকে বলিত—বাঁশীর গুণ না নামের গুণ? জহরলালের ভারত শাসনের এই স্থায়িত্ব জহরলালের শাসন নৈপুণ্য না ভারতবাসীগণের ধৈর্য্য ও সহনশক্তির জন্য? আমাদের মত মোটাবুদ্ধির ছাপাখানার ভূত মনে করে—ইংরেজ ২০০ বৎসরে ভারতে শতকরা ১৫ জন মাত্র আক্ষরিক লোক তৈরী করে যায়। বাকী শতকরা ৮৫ জন বৃন্দাবনের গোপকুলের যথা সর্ব্বস্ব গো-ধেনুর মত বোধশক্তিসম্পন্ন। তাই তাহারা জহরলালের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হ'য়ে বা মা-ভোটেশ্বরী দেবীর অনুগ্রহে পণ্ডিতজীগত প্রাণ হইয়া যাবতীয় ক্লেশ গোধেনু বৎ সহ্য করিয়া হাম্ বা! হাম্ বা! (আমিই আছি! আমিই আছি) বলিয়া আনন্দে যা করেন পণ্ডিতজী! যা করেন পণ্ডিতজী বলিয়া সব হুথ হজম করিয়া আসিতেছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যমজ সন্তানদের একটির যে ব্যাধি হয় অন্যটির সেই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় দেখা দেয়।

বর্ত্তমানে পাকীস্থানের শাসনকার্য্য পল্টনের কর্ত্তার হাতে। নাম তাঁর আয়ুব খাঁ। নামের প্রথম দুটি অক্ষর 'আয়ু'। আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদ নামে চিকিৎসা শাস্ত্র অনুসারে রোগীর ব্যারাম নিরাময় করা হয়। আয়ুর্ব্বেদে পাচন ও মুষ্টিযোগ প্রয়োগের বিধি আছে। পাচন—গরু চরাইবার সময় রাখাল যে লাঠি ব্যবহার করে তাহাকেও পাচন বলে আর মুষ্টিযোগ বলিলে হাতের মুঠি বাঁধিয়া কীল মারা যায় তাকে ব্যঙ্গ করিয়া মুষ্টিযোগ বলা হয়। আয়ুব খাঁ পাকীস্থানে এই পাচনের গুঁতোর মত গুঁতো ও মুষ্টিযোগের মত কোঁৎকা দিয়া বহু চোর মন্ত্রী ও চোর রাজ-পুরুষদের উদর হইতে বহু খাদ্যদ্রব্য বাহির করিয়াছেন। প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ফিরোজ খান নুনের গোলা হইতে ৮৪০০০ মণ গম বাহির হইয়াছে। পাকীস্থানের প্রেসিডেন্ট (রাষ্ট্রপতি) জেনারেল ইস্কান্দার মির্জ্জা, যিনি সামরিক প্রধান আয়ুব খাঁর হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহাকেই প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাও অর্পণ করিয়া পাকীস্থান ত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক লণ্ডনে গিয়া আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

ইস্কান্দার মির্জ্জার পদত্যাগের মধ্যে কত যে রহস্য নিহিত আছে তাহা খোদা-তাল্লাই জানেন। তবে তিনি তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন—মাতৃ-ভূমির মঙ্গলার্থে এই পদ জেনারেল আয়ুব খাঁকে অর্পণ করিয়াছেন।

পাকীস্থানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করিলেন। ভারতের পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসাধিপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষকে পাকীস্থানী যমজ ভ্রাতার পদত্যাগ ব্যাধি পাইয়া বসিল। শ্রীঅতুল্য ঘোষের কংগ্রেসী সদস্যগণের সেরা সেরা সদস্যগণ, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে কংগ্রেস ভবন আলো করিয়া থাকিতেন তাঁহাদের ১৮ জন পদত্যাগ করিয়াছেন। ইস্কান্দার মির্জ্জা যেমন পাকীস্থানে বলিয়াছেন মাতৃভূমির কল্যাণার্থে তাঁর এই ত্যাগ, পশ্চিম বাংলার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষও বলিয়াছেন তিনি পদত্যাগ করিলেও কংগ্রেসের সেবা করিবার বেশী সুযোগ পাইবেন! তাহা হইলে পাকীস্থান ও ভারতের পশ্চিম বাংলার দুই ত্যাগই কল্যাণ কামনার জন্যই।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ভারতের জনগণকে পাকীস্থানের বর্ত্তমান অশুভজনক দশা দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া হুসিয়ার হইতে বলিয়াছেন। তাঁহার এই পরামর্শ দানে একটি প্রাচীন পল্লী-কাহিনী মনে পড়িল।

এক দুগ্ধ ব্যবসায়ী সদ্য পিতৃহীন গোপনন্দন, মুরুব্বিহীন হইয়া পিতার জীবদ্দশার কর্ম্ম প্রণালী অনুকরণ করিয়া চলিত। সে তার স্বর্গীয় পিতাকে দেখিয়াছে—তিনি যদি এক হাঁড়ি দই কোথাও লইয়া যাইতে হইলে বাঁকের একদিকে দই-এর হাঁড়িটি এবং অন্যদিকে সেই ওজনের ইট বা ঢেলা চাপাইয়া ভার-কেন্দ্র সমান করিয়া ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতেন। ছেলে মানুষ বাপের এই পদ্ধতি অনুকরণ করিয়া এক গ্রাহকের দুই হাঁড়ি দই লইয়া যাইবার সময়ও একদিকে দুইখানি হাঁড়ি ও অন্য-দিকে তৎপরিমাণ ওজনের ঢেলা চাপাইয়া লইয়া যাইতেছে।

এক রাজবাড়ীর পাশ দিয়া যাইতে যাইতে রাজার প্রধান নায়েবের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি এই অল্প বুদ্ধি গোপনন্দনকে ডবল বোঝা বহিতে দেখিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন বেটা গোয়ার্তুমি পো! ষাট বছর না হ'লে সাবালক হবি না। ডবল বোঝা বইছিস কেন? গোপনন্দন উত্তর করিল—নায়েব বাবু! আমার বাবা এমনি ঢিল চাপিয়ে দই নিয়ে যেতেন। নায়েব বাবু উত্তর দিলেন—তার একখানা হাঁড়ি একদিকে চাপিয়ে অন্যদিকে ঢেলা দিত। তুই বেটা দুখানা হাঁড়ি দুদিকে দিলে তো ঢেলা বইতে বাঁচতিস্। নায়েব বাবুর পরামর্শ শুনে ঢেলা ফেলে দিয়ে দুদিকে দুখানা হাঁড়ি দিয়ে ঘাড়ে নিয়ে দেখলো সত্যি সত্যি

অর্দ্ধেক ভার কমে গেল। তখন সে বাঁক নামিয়ে নায়েব বাবুর পায়ে ভূমিষ্ট হ'য়ে প্রণাম ক'রে বলে উঠলো—নায়েব বাবু ধন্য আপনার বুদ্ধি! আপনি একবার নজর করেই আমার ঘাড়ের অর্দ্ধেক বোঝা কমিয়ে দিলেন! নায়েব বাবু! আপনি রাজবুদ্ধি ধরেন, না জানি কত সম্পত্তি জমি জমা, পুকুর বাগান করেছেন? নায়েব বাবু বল্লেন—নারে বাবা, কিছু করতে পারিনি। ৪টি মেয়ের বিয়েতে দেনা করেছি। গোপনন্দন তখন তার হাঁড়ি দুখানা আবার একদিকে চাপিয়ে অন্যদিকে ঢিল চাপিয়ে ঘাড়ে নিয়ে বলে উঠলো—কেবল পরকে বুদ্ধি দাও! নিজে দেনদার! বাবা মরার পর আমি ১০ বিঘা জমি কিনেছি, ৮টা মহিষ কিনেছি। তুমি বক্তৃতা করতেই পারো, বেটা গোয়াল বলে গালাগালি দিতে পারো! যাও! তোমার বুদ্ধি নেব না!

পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত উদ্বাস্তু শিবির বন্ধ

নয়াদিল্লী, ২৬শে এপ্রিল—ভারত সরকারের পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি উচ্চ পর্য্যায়ের বৈঠকে পশ্চিম বঙ্গের শিবিরসমূহ হইতে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ সম্পর্কে আলোচনা হয়। বৈঠকে স্থির হয় যে, ১৯৬১ সনের নভেম্বর মাসের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের সকল উদ্বাস্তু শিবির বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

হাজার দুয়ারীর প্রবেশ মূল্য

হাজার দুয়ারী ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুর্শিদাবাদের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। জেলার বাইরে থেকে এবং জেলার অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রত্যহ কয়েকশত দর্শক আসেন। পূর্ব্বে দর্শকদের কোন নির্দ্দিষ্ট প্রবেশ মূল্য দিতে হতো না। দেখা শেষ হয়ে গেলে "গাইড"দের দর্শকেরা ইচ্ছামত বকশিশ দিতেন এবং ইহাতে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু ইদানীং এই প্রথার পরিবর্ত্তন হয়েছে। বর্ত্তমানে প্রতি দর্শকপিছু দুই আনা পূর্ব্বেই আদায় করা হয় এবং ইহা বাধ্যতামূলক। কোন দর্শক দিতে অনিচ্ছুক বা অপারগ হলে তাকে ঘরেই ঢুকতে দেওয়া হয় না এবং এই দুই আনাতে আবার অস্ত্রাগার দেখা যায় না। সেখানে আলাদা প্রবেশ-মূল্য লাগে। ষ্টেটের বর্ত্তমান ম্যানেজার, প্যালেস সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট প্রভৃতি সকলের জ্ঞাতসারেই দর্শনী আদায় হয়ে থাকে। 'মুর্শিদাবাদ বার্তা'

নবাগত মহকুমা শাসক

জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীগৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মেদিনীপুরে বদলী হওয়ায় কাসিয়ং এর মহকুমা শাসক শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় গত ১৮ই মে জঙ্গিপুর মহকুমার কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন। গুপ্ত মহাশয় এখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুপরিচিত। প্রায় এগার বৎসর পূর্ব্বে ইনি এই মহকুমার সেকেণ্ড অফিসার ছিলেন। আমরা নবাগত মহকুমা শাসক মহোদয়কে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। 'অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু'।

ব্যাপকভাবে বলদ চুরি

কয়েক মাস ধরিয়া জঙ্গিপুর মহকুমার রাঢ় ও বাগড়ী অঞ্চল হইতে চাষী গৃহস্থগণের চাষের বলদ ও মহিষ চুরি যাওয়ার সংবাদ আসিতেছে। এই ব্যাপারে গৃহস্থগণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। আসন্ন চাষের সময় বলদ চুরি যাওয়ার মত বিপদ আর নাই।

দুষ্কৃতকারীদের একটি সুপরিকল্পিত দল আছে। প্রতি গ্রামেই এই দলের বাহালী সন্ধানী লোক আছে বলিয়া মনে হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে দালালেরা গৃহস্থগণের দরদী সাজিয়া অপহৃত বলদের সন্ধান দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মোটা টাকা দাবী করিতেছে। দাবীর টাকা পূরণ করিলেই নির্দ্দিষ্ট মাঠে বলদ পাওয়া যাইতেছে।

লালগোলা থানার মালতীপুর, পণ্ডিতপুর, পরাণপুর প্রভৃতি গ্রামের মাঠে এই সমস্ত অপহৃত বলদের সন্ধান মিলিতেছে।

পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ অবিলম্বে সচেষ্ট না হইলে বলদ চুরি কমিবে না। আমরা এই বিষয়ে মুর্শিদাবাদের সুযোগ্য পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শিলচরে ভাষা আন্দোলনের বলি

গত ১৯শে মে শুক্রবার শিলচর রেল-ষ্টেশনে বাংলা ভাষা আন্দোলনকারী সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশ ও সৈন্যদলের গুলি বর্ষণের ফলে ৯ জন নিহত হইয়াছে। পরে আহতগণের মধ্যে ১ জন হাসপাতালে মারা গিয়াছে এবং ষ্টেশনের নিকটস্থ পুকুর হইতে একজনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। এই ঘটনার জন্য সরকার পক্ষ পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। নানাস্থান হইতে ট্রাক, বাস, ট্যাক্সি ইত্যাদি রিকুইজিসন করিয়া পুলিশ হেফাজতে রাখা হইয়াছিল। পুলিশবাহিনী বহুগুণ বর্দ্ধিত করার পরও বিভিন্ন স্থানে সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছিল। এই অপকর্ম্মের কৈফিয়ত স্বরূপ বলা হইয়াছে—যে পুলিশ আত্মরক্ষার জন্য গুলি ছুঁড়িতে বাধ্য হইয়াছিল।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী চালিহার কীর্ত্তি দেশবাসী একবার চাহিয়া দেখুন।

বন্দুক নিলামের বিজ্ঞপ্তি

জেলা শাসক পক্ষে ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট, আগ্নেয়-অস্ত্র বিভাগ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, জানাইতেছেন যে আগামী ১৩৬১ সালের ২৪শে জুন তারিখে বেলা ১১ ঘটিকার সময় বহরমপুর কোর্ট মালখানার বাজেয়াপ্ত বন্দুক প্রভৃতি প্রকাশ্য নিলামে বহরমপুর সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে বিক্রয় করা হইবে।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুন্দরভাবে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী
ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর নির্দ্ধারিত মূল্যে
আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬
টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১৯
প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে
রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।
সোল এজেন্ট:—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত
হ্যানিম্যান হল
মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান
হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।
হোমিও পেটেণ্ট "আইওলিন" চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।
হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।